পলিসি ব্রিফ

চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা বাজেট

ডিসেম্বর, ২০২২

সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষ করে বিগত এক দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি লক্ষণীয়। এসময়ের মাঝে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হার ২০১০ সালের ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২০২২ সালে ১৪ শতাংশ হয়েছে। আবার একই সাথে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার, নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহনের হার, দেশের সার্বিক স্বাক্ষরতার হার, বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশের হারসহ প্রভৃতি পরিসংখ্যানে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়।

তবে, সংখ্যাগত বিচারে শিক্ষা খাতে ব্যাপক অগ্রগতি দৃশ্যমান হলেও, গুনগত বিচারে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শেখার যোগ্যতা, এবং দক্ষতায় অগ্রগতি খুব একটা আশানুরূপ নয়। ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাংকের করা এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পঞ্চম শ্রেনীর ৫৮ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী বাংলা ও গণিতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি ।

পরবর্তীতে বৈশ্বিক মহামারী করোনা সারাবিশ্বের মতো, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এসময় অন্যান্য কার্যক্রমের মতো, দেশের শিক্ষা কার্যক্রমও স্থবির হয়ে পড়ে। করোনাকালীন সময়ে অনলাইন ক্লাস চালু থাকলেও, ২০২২ সালে আইআইডি পরিচালিত জরিপে উঠে এসেছে, শতকরা ৯৯ শতাংশ শিক্ষার্থীরই বাসায় কোনো প্রকার ল্যাপটপ ছিলোনা, ৬৩% এর বাড়িতে স্মার্টফোন, এবং ৮০% এর বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ ছিলোনা। এছাড়াও করোনা পরবর্তী প্রভাব হিসেবে জরিপে এসেছে যে, শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন স্কুল বিমুখতা, পড়াশোনায় অমনোযোগ, এবং মোবাইল ফোনে আসক্তি ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে, আবার অন্য দিকে তারা করোনার পূর্বে যা শিখেছিলো তা অনেকাংশেই ভুলে গেছে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক আশঙ্কা করছে, নূন্যতম শিখন দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪২ শতাংশ থেকে কমে ২৪ শতাংশে নেমে আসবে ।

করোনা পরবর্তী সময়ে শিখন ঘাটতি (লার্নিং লস) এবং অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা এবং একই সাথে শিক্ষাখাতে গুণগত মানোন্নয়নের জন্য দরকার শিক্ষায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, ও বাজেট বরাদ্দ। এক্ষেত্রে, ইউনেস্কো একটি দেশের জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ এবং জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দের আহবান জানিয়ে আসছে। বাংলাদেশে চলতি অর্থবছরে (২০২২-২৩) শিক্ষাখাতে মোট ৮১ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা পূর্বের অর্থ বছরের তুলনায় মোট ৯ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা বেশি। তবে এখনো এটি জাতীয় বাজেটের ১২-১৪ শতাংশ, এবং জিডিপির মাত্র ১.৮ শতাংশ, যা মূলত ইউনেস্কোর সুপারিশকৃত বাজেটের চেয়ে অনেক কম।

এছাড়াও, জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে একসাথে বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রকৃত শিক্ষা বাজেট দৃশ্যমান বাজেটের চেয়েও কম। তদুপরি, চলতি অর্থবছরের শিক্ষা বাজেটকে যদিও করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠার বা "রিকভারি বাজেট" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কিন্তু কার্যত বাজেট পরিকল্পনায় এবং বরাদ্দে বিশেষ কোনো প্রকল্প লক্ষ্য করা যায়নি। এছাড়াও, বাজেটে সাধারণত উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় পরিচালন ব্যয়ের বরাদ্দ অনেক বেশি, যার মানে হলো শিক্ষাখাতে বরাদ্দের একটা বিরাট অংশই বেতন, নগর ভাতা, অফিস/দপ্তর খরচ ইত্যাদি খাতে ব্যয় হয়ে যায়।

আইআইডি পরিচালিত এই গবেষণায় উঠে এসেছে, শিক্ষা বাজেটে বেশিরভাগ বরাদ্দ ও পরিকল্পনাই আসলে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নেয়া হয়, যেখানে জনসাধারণের মতামতের জায়গা থাকে না। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অংশীজন যেমন শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, কমিউনিটি লিডার ও স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে শিক্ষাখাতের অর্থায়নের প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নের ধাপগুলো সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাব রয়েছে। যেকারনে দেখা যাচ্ছে, বাজেট প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে জনসংযোগ এবং জনমতের প্রতিফলন খুবই কম। কিন্তু জাতীয় বাজেটের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগনের অংশগ্রহণ ও মতামত নেয়া খুবই গুরত্বপূর্ণ।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের শিক্ষার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা ও শিক্ষাখাতের অর্থায়নের প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নের ধাপগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়া। এছাড়াও করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরন (রিকভার) করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা, এবং শিক্ষা বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনমতের চাহিদার প্রতিফলন ঘটানোও এর অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও এ ব্রিফ রিপোর্টের মাধ্যমে বাজেট প্রণয়নের সময়সূচী এবং কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে একটি স্কুল বাজেট ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা যথাসময়ে তাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরতে পারেন এবং বাজেটে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন।

করোনা পূর্ববর্তী অবস্থাঃ

নিচে বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কিছু সাধারণ পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোট ভর্তির হার ১০৪.৯%
১০০.১ % | ১০৮.৯%

প্রাথমিক বিদ্যালয়
নেট ভর্তির হার ৯৭.৮১%
৯৭.৩৭% | ৯৮.২৬%

প্রাথমিক বিদ্যালয়
সমাপনির হার ৯৬.৪%
৯৬.৬% | ৯৬.৬%

প্রাথমিক বিদ্যালয়
নেট উপস্থিতির হার ৮৮.৬%
৮৮% | ৮৯.৯%

প্রাথমিক বিদ্যালয়
ঝরে পড়ার হার ১৪.১৬%
১৬.০৬% | ১৩.২৬%

(সাত বছর ও তদূর্ধ্ব)
সাক্ষরতার হার ৭৪.৬৬%
৭৬.৬৬% | ৭২.৮২%

শিক্ষায় করোনার প্রভাবঃ

আইআইডি'র গবেষণায় দেখা যায়, করোনাকালে অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাব শিক্ষাখাতেও পড়েছেঃ

৮৪%
পরিবারের আয় কমে গিয়েছিলো

৬৪%
অভিভাবক সন্তানের পড়ালেখার খরচ কমিয়ে দিয়েছে

৯৯%
বাড়িতে কোনো ল্যাপটপ ছিল না

৬৩%
বাড়িতে কোনো স্মার্টফোন বা ট্যাব ছিল না

৮০%
বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ ছিল না

৭২%
প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা ছিল না

গবেষণা পদ্ধতিঃ

এই গবেষণা পরিচালনায় নিচে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছেঃ

প্রাসঙ্গিক রিপোর্ট ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ

সাক্ষাৎকার (কেআইআই)

এক নজরে শিক্ষা বাজেটঃ

জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দঃ

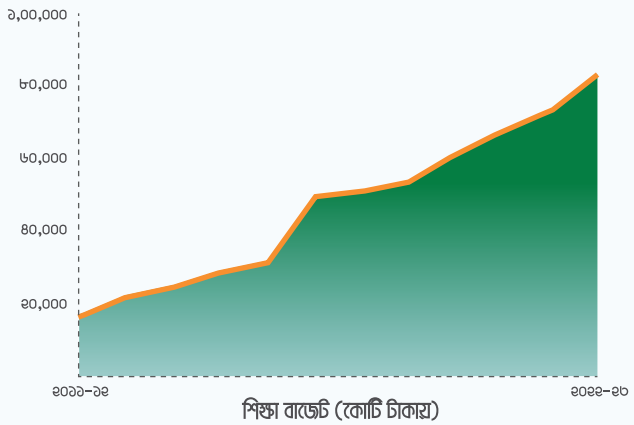

শিক্ষা বাজেট (কোটি টাকায়)

২০১১-১২ অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দ ছিলো ১৯ হাজার ৮০৬ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এই বরাদ্দের পরিমাণ ৮১ হাজার ৪৪৯ কোটি টাকা। তার মানে, ১২ বছরে শিক্ষা বাজেট বেড়েছে ৪ গুন।

তবে, জাতীয় বাজেটের বরাদ্দের সাথে শিক্ষা বাজেটের বরাদ্দ তুলনা করলে আসল চিত্র পাওয়া যায়।

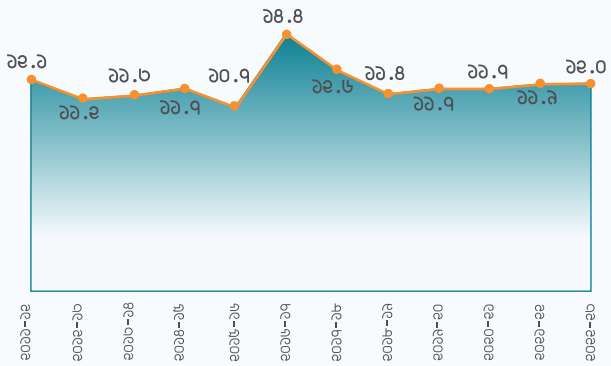

মোট বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ (শতাংশে)

ইউনেস্কোর পরামর্শ অনুযায়ী, একটি দেশের জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ থাকা উচিত। বিগত ২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের দিকে তাকালে দেখা যায়, মোট বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ ১১ থেকে ১২ শতাংশের মাঝে সীমাবদ্ধ। শুধুমাত্র, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দ ছিলো ১৪.৪ শতাংশ।

অগ্রাধিকার অনুযায়ীঃ

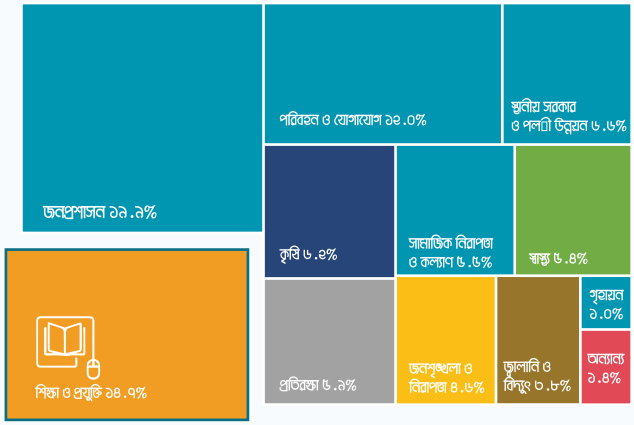

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষায় বরাদ্দ (শতাংশে)

বাজেটের খাতওয়ারি বন্টন বা বরাদ্দের হার থেকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হয়। খাতওয়ারি বরাদ্দের হিসাবে শিক্ষা ও প্রযুক্তি বরাবরই তালিকায় প্রথম দিকে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অগ্রাধিকার বিবেচনায় শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের অবস্থান ২য় (১৪.৭%), যা জনপ্রশাসন খাতে বরাদ্দের চেয়ে ৫.২% কম।

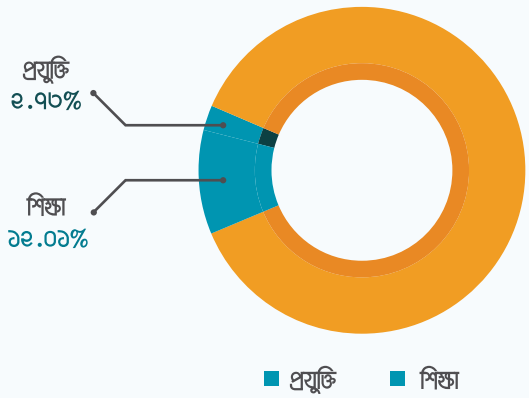

যদিও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মূল তিনটি সরকারি সংস্থা যথাঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ-এর বরাদ্দ প্রযুক্তি থেকে আলাদা করলে কমে দাঁড়ায় ১২.০১%।

এক নজরে শিক্ষা বাজেটঃ

সামর্থ্য অনুযায়ীঃ

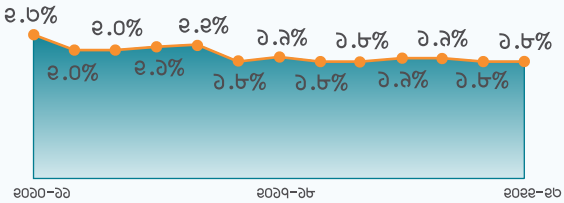

জিডিপি'র অংশ হিসেবে শিক্ষায় বরাদ্দ (শতাংশে)

একটি দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক সামর্থ্য বিবেচিত হয় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি দ্বারা। জিডিপিরি শতাংশ হিসাবে বরাদ্দকে তাই সামর্থ্য অনুযায়ী বরাদ্দ বলে। ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির ৬ শতাংশ থাকা উচিত।

তবে, বাংলাদেশে শিক্ষায় বরাদ্দের ধারা দেখলে বোঝা যায় এই হার সাধারণত ২ শতাংশের কাছাকাছি, যা অনেক দরিদ্র দেশের তুলনায়ও কম। ২০১০-১১ (২.৩%) থেকে ২০২২-২৩ (১.৮%) অর্থবছরের উপাত্ত বিবেচনায় জিডিপির অংশ হিসাবে শিক্ষায় বরাদ্দ বরং কমেছে। যদিও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষা এগিয়ে আছে। তবে সামর্থ্যের বিচারে বরাদ্দ অপ্রতুল।

পরিচালন বনাম উন্নয়ন ব্যয়ঃ

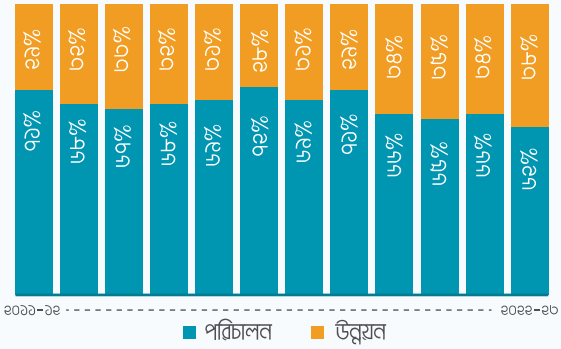

শিক্ষা বাজেটে পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ (শতাংশে)

জাতীয় বাজেটে বরাবরই পরিচালন ব্যয়ের তুলনায় উন্নয়ন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ কম থাকে। বেতন, নগর ভাতা, অফিস/দপ্তর খরচ, ইত্যাদিতে প্রতি অর্থবছরে একটা বড় অর্থের প্রয়োজন হয়। ফলে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ চাহিদানুযায়ী কম থাকে। শিক্ষা খাতও এর ব্যতিক্রম নয়।

তবে, বরাদ্দের ধারা পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই তফাৎ ক্রমশই কমেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দের ৭১% ছিলো পরিচালন ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয় ছিলো ২৯%, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ক্রমান্বয়ে ৬২% এবং ৩৮% হয়েছে। অর্থাৎ, ১২ বছরে শিক্ষায় উন্নয়ন ব্যয় বেড়েছে ৯%, যা ইতিবাচক।

বাজেট বাস্তবায়নের চিত্রঃ

চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষায় বরাদ্দ অপ্রতুল হলেও, যতটুকু বরাদ্দ হয় তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়ে বরাবরই চ্যালেঞ্জ থাকে। মোট বরাদ্দের যদিও বেশিরভাগই খরচ হয়ে যায়।

তবে, উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ বাস্তবায়ন আলাদাভাবে দেখলে বাস্তবায়নের হার আরও কম। অন্যদিকে, মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষমতা নিরীক্ষণ করে অনেক সময় বরাদ্দ বাড়ানো বা কমানো হয়।

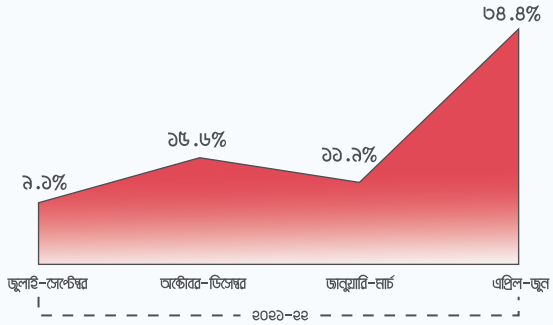

শিক্ষা খাতে বাজেট বাস্তবায়নের চিত্র (শতাংশে)

অর্থবছর ২০২১-২২ এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নের হার ৭৬.৪ শতাংশ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে তা ৭০.৬ শতাংশ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৮৮ শতাংশ।

তবে, যদি ধারা পর্যালোচনা করি, অর্থবছরের শেষ কোয়ার্টারে (এপ্রিল-জুন) শিক্ষা খাতে এডিপি বাস্তবায়নের হার ৩৪.৪ শতাংশ যা অন্যান্য কোয়ার্টারের চেয়ে ২-৪ গুন বেশি।

স্কুল বাজেটে অর্থায়নের বিবরণঃ

নিচের ছকে একটা স্কুল কী কী খাতে বরাদ্দ পায়, বরাদ্দের সময়কাল, পরিমান, উৎস এবং উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে। স্কুল বরাদ্দে চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প দুটি, যেখানে স্কুলসংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত গ্রহণের জায়গা আছে। এগুলো হলো যথাক্রমে, বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)। বেতন-ভাতা ছাড়া স্কুল বাজেটের অধিকাংশ বরাদ্দই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত ৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৪) আওতায় বরাদ্দ হয়।

প্রকল্প/বরাদ্দ	সময়কাল	বরাদ্দের পরিমাণ	উৎস	উদ্দেশ্য	কারা পায়?
বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ)	প্রতিবছর	৫০,০০০ - ১,০০,০০০	পিইডিপি-৪	একীভূত, সমতাভিত্তিক, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ	প্রতিটি স্কুল
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)	প্রতিবছর	৭,০০,০০০	এডিপি, জেলা প্রশাসনের অনুদান, পিইডিপি-৪, অনুন্নয়ন খাত, জনপ্রতিনিধির অনুদান ইত্যাদি	একীভূত শিক্ষা, জরুরি পরিস্থিতিতে অব্যাহত শিক্ষাকার্যক্রম, ক্ষুদ্র মেরামত, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি	৫-৭ টি স্কুল (চাহিদা ভিত্তিক)
রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট	প্রতিবছর	৪০,০০০	পিইডিপি-৪	ছোটখাটো মেরামত কাজ	প্রতিটি স্কুল
ক্ষুদ্র রক্ষণাবেক্ষণ	প্রতি ২-৩ বছর অন্তর	১,৫০,০০০	রাজস্ব ব্যয়	ছোটখাটো মেরামত কাজ	প্রতিটি স্কুল
ক্ষুদ্র রক্ষণাবেক্ষণ	প্রতি ২-৩ বছর অন্তর	২,০০,০০০	পিইডিপি-৪	ছোটখাটো মেরামত কাজ	প্রতিটি স্কুল
প্রয়োজন-ভিত্তিক খেলার সামগ্রী সংক্রান্ত	প্রতিবছর	১,৫০,০০০	পিইডিপি-৪	শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী খেলাধুলার সামগ্রী কেনার জন্য	৬-৭ টি স্কুল (চাহিদা ভিত্তিক)
প্রাক-প্রাথমিক	প্রতিবছর	১০,০০০	পিইডিপি-৪	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষগুলি সুসজ্জিতকরণে	প্রতিটি স্কুল
বাউন্ডারি ওয়াল	প্রতিবছর	৭,০০,০০০	পিইডিপি-৪	স্কুলের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণে	চাহিদা ভিত্তিক
ওয়াশব্লক রক্ষণাবেক্ষণ	প্রতিবছর	২০,০০০	পিইডিপি-৪	মেরামত ও পরিচ্ছন্নতা বাবদ	প্রতিটি স্কুল
বই বিতরণ ও অন্যান্য দিবস	প্রতিবছর	৪,৪০০	পিইডিপি-৪	বিশেষ দিবস বাবদ বরাদ্দ	প্রতিটি স্কুল
আনুষাঙ্গিক	প্রতিবছর	৮,০০০	পিইডিপি-৪	থোক বরাদ্দ	প্রতিটি স্কুল

- প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র ও বড় মেরামত কাজ, বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ), রুটিন মেইনটেন্যান্স, প্রাক-প্রাথমিকের ক্লাস সজ্জিতকরণ, ওয়াশব্লক রক্ষণাবেক্ষণ, বই বিতরণ, শোক দিবস পালন, বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং আনুষঙ্গিক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

- এছাড়া, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ), বাউন্ডারি ওয়াল, এবং খেলার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ থাকে, যা প্রতিবছর সব স্কুল পায় না। এই বরাদ্দগুলো প্রয়োজন-ভিত্তিক হয়ে থাকে।

- কিছু বরাদ্দ বিভিন্ন বিদেশি সাহায্য- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক এছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অনুদান ইত্যাদি থেকেও আসে।

- বাউন্ডারি ওয়াল ও বড় ধরণের মেরামত/স্থাপনা তৈরি ব্যতিত সকল বরাদ্দ বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকে প্রধানত স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (SMC)-এর।

বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ)ঃ

- স্লিপ হলো স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে প্রণীত বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- বিদ্যালয় হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিম্ন হতে উর্ধ্বগামী 'চাহিদাভিত্তিক' উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে ৩ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- প্রতি আর্থিক বছরের জন্য একটি বার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নেয়া হয়।
- কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত 'সরবরাহভিত্তিক' (supply-driven) প্রক্রিয়া না; বরং 'চাহিদাভিত্তিক' (demand-driven) প্রক্রিয়া।

স্লিপ-এর পরিধিঃ

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম
- খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড
- স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ পরিবেশ
- সুশাসন, জনসম্পৃক্ততা ও সচেতনতা

স্লিপ বাজেটের পরিমাণঃ

- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ শিক্ষার্থী সংখ্যার আনুপাতিক হারে একটি বিদ্যালয়ের জন্য স্লিপ বাজেটের পরিমাণ নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা	স্লিপ বাজেটের পরিমাণ
২০০	৫০,০০০/-
২০১-৫০০	৭০,০০০/-
৫০১-১০০০	৮৫,০০০/-
১০০০ এর উর্ধ্বে	১,০০,০০০/-

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ)ঃ

- ইউপেপ হলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে স্থানীয় জনগণের চাহিদার যোগসূত্র।
- ইউপেপ -এর ভিত্তি হলো স্লিপ। বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও স্লিপ দ্বারা বাস্তবায়ন সম্ভব না, এমন কাজের বরাদ্দ ইউপেপ থেকে যায়।
- উপজেলা পর্যায়ে ৩ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- প্রতি আর্থিক বছরের জন্য একটি বার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নেয়া হয়।
- কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত 'সরবরাহভিত্তিক' (supply-driven) প্রক্রিয়া না; বরং 'চাহিদাভিত্তিক' (demand-driven) প্রক্রিয়া।

ইউপেপ-এর পরিধিঃ

- একীভূত শিক্ষা
- জরুরী পরিস্থিতিতে অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম
- ক্ষুদ্র মেরামত
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ
- সুশাসন, জনসম্পৃক্ততা ও সচেতনতা

ইউপেপ বাজেটের পরিমাণঃ

- উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার নিরিখে ইউপেপ বাজেটের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

উপজেলায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ইউপেপ বাজেটের পরিমাণ
৫০ বা তার কম	৫,০০,০০০/-
৫১-১০০	৭,০০,০০০/-
১০১-২০০	৮,০০,০০০/-
২০১ বা তদুর্ধ্ব	১০,০০,০০০/-

বাজেট প্রণয়ন চক্রঃ

প্রতিবছর মে-জুন মাস এলেই সর্বত্র বাজেটের দাবী-দাওয়া চোখে পড়ে, যদিও বাজেট প্রণয়নের মূল কাজ আরো আগেই হয়ে থাকে। নিচের চিত্রটি বাজেট সংক্রান্ত ক্যাম্পেইনের সঠিক সময় নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে।

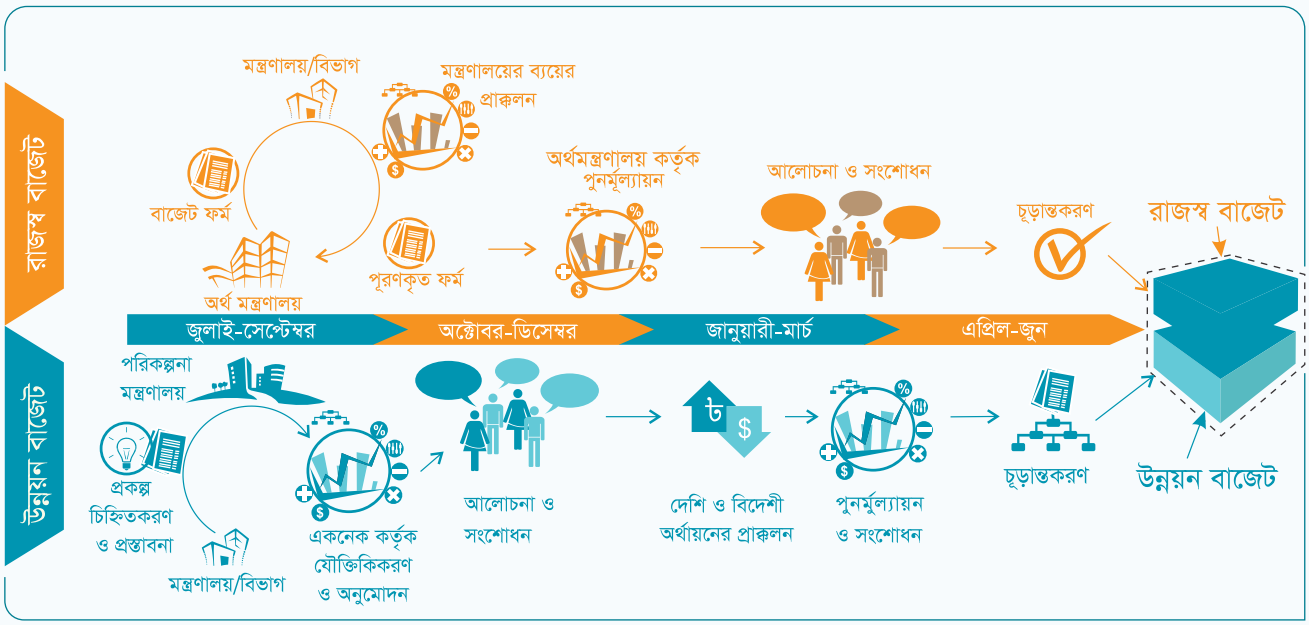

সূত্রঃ শিক্ষায় অর্থায়ন ক্যাম্পেইন সহায়িকা, ২০১২, আইআইডি ও একশন এইড

স্কুল বাজেট ক্যাম্পেইন পরিকল্পনাঃ

বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতার জন্য জনসাধারণের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে জনমত সংগ্রহ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং চাহিদাপত্র তৈরি এবং যথাযথ মাধ্যমে তা দাখিল করা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের বাস্তবায়ন ফলো-আপ করা ইত্যাদি ধাপের মাধ্যমে শিক্ষায় অর্থায়ন আরও চাহিদাভিত্তিক, স্বচ্ছ ও বাস্তবসম্মত হতে পারে।

নিচের ক্যাম্পেইন পরিকল্পনাটি স্কুল পর্যায়ে যেসব অংশীজনরা আছেন, যেমনঃ শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা অফিসার, উন্নয়নকর্মী, কমিউনিটি লিডার ও ইয়ুথ লিডার তাঁদের জন্য সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবেঃ

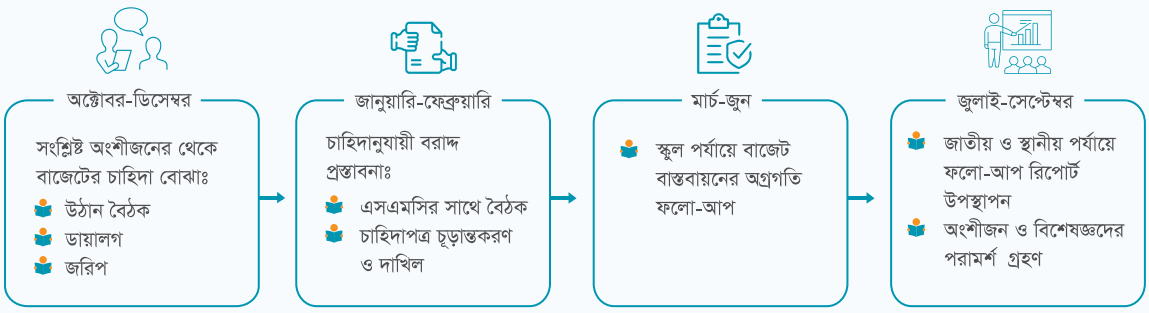

উপসংহারঃ

শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসব অংশীজন রয়েছেন, তাঁদের অংশগ্রহণ এবং মতামত প্রতিফলনের মাধ্যমে শিক্ষা বাজেট পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার অংশ হিসেবে এটি একদিকে যেমন, বাজেটের সামগ্রিক চিত্র, বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ করেছে, একই সাথে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মতবিনিময়, আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা পরিস্থিতি, সমস্যা, এবং শিক্ষা বাজেটের যথাযথ বাস্তবায়নের চিত্র তুলে এনেছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা যদি চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা বাজেটে পেতে চাই, তবে একেবারে মাঠ পর্যায়ে স্কুল বাজেটে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করতে হবে।

পরবর্তী পদক্ষেপঃ

- স্থানীয় **লার্নিং কোলাবোরেটিভ**-এর উদ্যোগে প্রতি **২ মাস পরপর টাউনহল সভার** আয়োজন করা হবে। যেখানে এসএমসি সদস্য, অভিভাবক, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী, উপজেলা ও ইউনিয়ন চেয়ারপারসন, শিক্ষা অফিসার, স্থানীয় নীতি-নির্ধারক ও স্বেচ্ছাসেবকরা একসাথে মিলিত হয়ে স্কুল বাজেটে প্রয়োজন অনুযায়ী খাতে বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত, স্কুলের সার্বিক মানের অগ্রগতি এসব নিয়ে আলোচনা করে **কর্মপরিকল্পনা ঠিক করবে**।

- স্কুল বাজেটে বরাদ্দের জন্য একটা **চাহিদাপত্র তৈরি করে এসএমসি-এর কাছে দাখিল করবে**।

- শিক্ষা বাজেটে চাহিদা ভিত্তিক বরাদ্দ সম্বন্ধে **জনসচেতনতা বৃদ্ধি,** এবং **দাবি দাওয়া জানানোর যথাযথ সময়,** এবং **প্রক্রিয়া মানুষকে অবহিত করার জন্য** লার্নিং কোলাবোরেটিভ কাজ করবে।

- করোনার মতো আপদকালীন সময়ে শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য **আলাদা তহবিল গঠনে উদ্যোগ নেয়া** এবং **বিকল্প পাঠদান পদ্ধতি** নিরূপণে উদ্যোগ নেয়া হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. বাংলাদেশ শিক্ষা সমিক্ষা ২০২১, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)।
২. ইউপেপ গাইডলাইন ২০১৯
৩. স্লিপ গাইডলাইন ২০১৯
৪. জনশুমারি ২০২২
৪. প্রাইমারি স্কুলে বরাদ্দের অর্থ কতটা ব্যয় হয়। দৈনিক ইত্তেফাক। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৫. প্রাইমারি স্কুলে যে আট খাতে টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক দেশকাল। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৬. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা : বর্তমান অবস্থা ও উত্তরণের উপায়। কালের কণ্ঠ। ১৪ অক্টোবর, ২০১৪
৭. শিক্ষায় বরাদ্দের হার বাড়ছে সামান্যই, সন্তুষ্ট নন সংশ্লিষ্টরা। প্রথম আলো। ০৯ জুন ২০২২
৮. শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ল সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা। প্রথম আলো। ০৯ জুন ২০২২
৯. প্রাথমিক শিক্ষার সকরুণ অবস্থা! দ্য বিজনেস স্টান্ডার্ড। ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২
১০. প্রাথমিকে শিক্ষার্থী কমেছে সাড়ে ১৪ লাখ। প্রথম আলো। ১৬ মে ২০২২
১১. দেশে সাক্ষরতার হার ৭৪.৬৬%। কালের কণ্ঠ। ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২
১২. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০২২-২৩
১৩. বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, ২০২২-২৩, অর্থ মন্ত্রণালয়
১৪. আইএমইডি ডাটা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
১৫. এডুকেশন বাজেটিং ইন বাংলাদেশ, নেপাল এন্ড শ্রীলংকা, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন প্ল্যানিং , ২০০৯